

মাল্টিডিসিপ্লিনারি মৌলিক ইতিহাস- 01

অর্থবহ লাহা

অতিথি শিক্ষক, আরকেএমডি, বেলুড় মঠ

আমরা কেন ইতিহাস অধ্যয়ন করব?

- আমরা ইতিহাস অধ্যয়ন করি কারণ ইতিহাস আমাদের পিছনে থাকে না। ইতিহাস অধ্যয়ন আমাদের বুঝতে সাহায্য করে কিভাবে অতীতের ঘটনাগুলিকে আজকের মত করে তুলেছে। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে, আমরা কেবল নিজের সম্পর্কে এবং কীভাবে আমরা হয়েছি তা শিখি না, তবে ভুলগুলি এড়াতে এবং আমাদের সমাজের জন্য আরও ভাল পথ তৈরি করার ক্ষমতাও বিকাশ করি।
- ইতিহাস আমাদের পরিবর্তন বুঝতে সাহায্য করে: ইতিহাস এমন পরিবর্তনে পূর্ণ যা বিশ্বের গল্পকে বদলে দিয়েছে। আপনি যখন ইতিহাস সম্পর্কে আপনার জ্ঞান তৈরি করেন, তখন আপনি আমাদের বর্তমান সমাজকে কী তৈরি করেছেন সে সম্পর্কে আরও বেশি বোঝেন।
- আমরা অতীতের ভুল থেকে শিখি: ইতিহাস আমাদেরকে আরও ভালোভাবে বুঝতে দেয় বিশ্ব এবং এটি কিভাবে কাজ করে। আপনি যখন একটি যুদ্ধ অধ্যয়ন করেন, তখন আপনি কীভাবে সংঘাত বাঢ়ায় সে সম্পর্কে আরও জানতে পারেন। বিশ্বনেতারা কী দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হন এবং তারা কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখান-এবং সেই সিদ্ধান্তগুলি কখন ভাল বা খারাপ ফলাফলের দিকে নিয়ে যায় তা আপনি শিখবেন।
- আমরা মানুষের অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ লাভ করি: কোডিড মহামারী এবং এর প্রভাব

মাসলোর চাহিদার অনুক্রম

- মাসলো অনুসারে মানুষের চাহিদাগুলিকে একটি শ্রেণিবিন্যাসে সাজানো হয়েছিল,
যার নীচে শারীরবৃত্তীয় (বেঁচে থাকার) চাহিদাগুলি ছিল এবং শীর্ষে আরও সূজনশীল
এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ভিত্তি করা 'আত্ম-বাস্তবকরণ' চাহিদা ছিল।
- মাসলোর চাহিদার শ্রেণিবিন্যাস একটি প্রেরণামূলক
মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব মানব চাহিদার একটি পাঁচ-স্তরের মডেল সমন্বিত, প্রায়শই একটি পিরামিডের
মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ স্তর হিসাবে চিত্রিত হয়।
- শ্রেণিবিন্যাসের পাঁচটি স্তর হল শারীরবৃত্তীয়, নিরাপত্তা, প্রেম/সম্বন্ধীয়, সম্মান, এবং স্ব-বাস্তবকরণ।
- নিম্ন স্তরের মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য, পানি এবং
উচ্চতর চাহিদা পূরণের আগে নিরাপত্তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে।
- খুব কম লোকই এর স্তরে পৌঁছাতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়
স্ব-বাস্তবায়ন, কিন্তু আমরা সকলেই শিখার অভিজ্ঞতার মুহূর্ত থাকতে পারি।



ইতিহাস কি?

ইতিহাস শব্দটি গ্রীক শব্দ 'ইস্টোরিয়া' থেকে উদ্ভৃত যার অর্থ অনুসন্ধান, গবেষণা, অনুসন্ধান, তথ্য এবং শিক্ষা।

- আরবি শব্দ 'তারিখ' এর অর্থ কালানুক্রম।
- সংস্কৃত শব্দ 'ইতিহাস' কিংবদন্তীকে বোঝায়।
- ইতিহাস হল ইতিহাসবিদ এবং তার তথ্যের মধ্যে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, একটি
বর্তমান এবং অতীতের মধ্যে অবিরাম সংলাপ এবং ইতিহাসবিদদের প্রধান কাজ হল বর্তমানকে বোঝার চাবিকাঠি
হিসাবে অতীতকে আয়ত্ত করা এবং বোঝা ----EH Carr

ইতিহাস রচনা?

- ইস্টেরিগ্রাফি বলতে আক্ষরিক অর্থে ইতিহাস লেখার শিল্পকে বোঝায়।
- এটি ইতিহাসের ইতিহাস বা ঐতিহাসিক লেখার ইতিহাস।
- ইস্টেরিওগ্রাফি ঐতিহাসিক লেখার বিবরণ বা বিকাশের ধারাবাহিক পর্যায়ের গল্প বলে।
- এটি মানুষের বিকাশের অধ্যয়ন নিয়ে গঠিত অতীতের জন্য অনুভূতি

ইতিহাস সংজ্ঞা

- ইতিহাস মানব অভিজ্ঞতার সারাংশ...ডায়নিসিয়াস
- সমস্ত ইতিহাসই সমসাময়িক ইতিহাস। বেনেদেত্তো ক্রোস
- ইতিহাস এমন একটি শৃঙ্খলা যা মানুষকে জ্ঞানী করে তোলে... স্যার ফ্রান্সিস বেকন
- ইতিহাস হল অসংখ্য মহাপুরুষের জীবনীর সারাংশ.. স্যার টমাস
কার্লাইল
- ইতিহাস কেবল একটি বিজ্ঞান, কম নয় এবং বেশি নয়.. JB Bury.
- সমস্ত ইতিহাসই চিন্তার ইতিহাস...আরজি কলিংউড।

ইতিহাসের সুযোগ ও গুরুত্ব

- ইতিহাসের পরিধি বা পরিসর নিত্য পরিবর্তিত এবং প্রসারিত হচ্ছে।
- হেরোডোটাস>থুসিডাইডস>গিজার ইতিহাস রচনা>রেনেসাঁ এবং
হিস্টোরিওগ্রাফি>আধুনিক হিস্টোরিওগ্রাফি
- রাজনৈতিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, সামরিক ইতিহাস, আইনি ইতিহাস,
কুটনৈতিক ইতিহাস, বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস, জীবনী ইতিহাস, জাতীয় ইতিহাস, সর্বজনীন ইতিহাস, স্থানীয় বা আঞ্চলিক
ইতিহাস, সাবঅল্টারণ ইতিহাস, নতুন ইতিহাস।

ইতিহাসে বস্তুনির্ণয়তা এবং পক্ষপাত

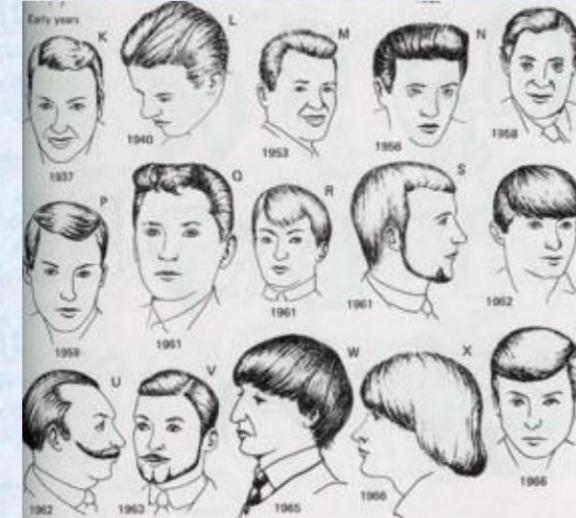
- লেখার সত্যতা তখনই অর্জিত হয় যখন ঐতিহাসিক তার প্রমাণ একত্রিত করতে পারেন এবং এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন যা ঐতিহাসিক বাস্তবতার সাথে মিলে যায়।
- বিজ্ঞান হল, সংজ্ঞা দ্বারা উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সর্বজনীন এবং যে কেউ একই শর্তে একই প্রমাণ ব্যবহার করে একই সিদ্ধান্তে আসবে।
- এটা অবশ্যিক্তা বলে মনে হচ্ছে যে সব কিছুর মধ্যেই একটি মাত্রা থাকতে হবে ঐতিহাসিক লেখা কারণ যা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয় তা নির্বাচন ঐতিহাসিকের ব্যবসার একটি অপরিহার্য অংশ।
- বৈজ্ঞানিকতা, বস্তুনির্ণয়তা, নিরপেক্ষতা???

ইতিহাস এবং এর সহায়ক বিজ্ঞান

ফিজিওগনোমি: ফেস রিডিং হল একজন ব্যক্তির বাহ্যিক চেহারা থেকে-বিশেষ করে মুখ থেকে তার চরিত্র বা ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করার অনুশীলন।

□ কালানুক্রম, প্রত্ত্বত্ব, মুদ্রাবিদ্যা (মুদ্রা অধ্যয়ন),
প্যালিওগ্রাফি (পুরানো হস্তাক্ষর), প্রাফোলজি (কানেকশন b/w হাতের লেখা এবং তার চরিত্র),
সিজিলিওগ্রাফি (সীল অধ্যয়ন), ফিলোলজি (ভাষা অধ্যয়ন), কুটনৈতিক (সরকারি নথির
অধ্যয়ন), ভাষাতত্ত্ব (ভাষার বিবর্তন), ফটোগ্রাফি ইত্যাদি

- ইতিহাস এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়
- ইতিহাস ও রাজনীতি- ম্যাকিয়াডেলি
- ইতিহাস ও ত্ত্বগোল
- ইতিহাস ও অর্থনীতি- মার্কস
- ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান- Comte
- ইতিহাস ও সাহিত্য
- ইতিহাস এবং ধর্ম
- ইতিহাস ও দর্শন
- ইতিহাস ও বিজ্ঞান
- ইতিহাস এবং কম্পিউটার



ইতিহাস একটি বিজ্ঞান, কলা বা সামাজিক বিজ্ঞান

বিজ্ঞান- একটি অনুসন্ধান, জানা থেকে অজানা, জিনিসগুলি খুঁজে বের করার জন্য, এটি নির্ভর করে
প্রমাণ এবং যুক্তি, অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি,,, সমাধি □ সত্যের পরে অনুসন্ধান হিসাবে ইতিহাস

একটি বিজ্ঞান। এটা এক ধরনের অনুসন্ধান বা গবেষণা। ইতিমধ্যে যা জানা আছে তা সংগ্রহ করা এবং এটিকে একটি
প্যাটার্নে সাজানোর মধ্যে এটি গঠিত নয়। এর ব্যাখ্যার উপায় হল অজ্ঞতা থেকে জ্ঞান, অনিদিষ্ট থেকে নির্দিষ্ট। ইতিহাস
একটি বিজ্ঞান যা প্রমাণ এবং যুক্তির উপর নির্ভর করে। পাথরের উপর বাড়ি যেমন তৈরি হয়, এটা বাস্তবতার ওপর
নির্মিত; কিন্তু নিছক তথ্য সংগ্রহ করা একটি বাড়িতে পাথরের স্তুপের চেয়ে বেশি বিজ্ঞান নয়। সংগৃহীত তথ্য
বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ, শ্রেণীবদ্ধ এবং ব্যাখ্যা করা হয়।

- আর্টস- একটি গৌণ এবং সহায়ক ফাংশন হিসাবে ইতিহাস লেখা, পরম
নিরপেক্ষতা অসম্ভব,
- সামাজিক বিজ্ঞান- অধ্যয়ন যা আমরা যে সমাজে বাস করি তার সাথে সম্পর্কিত।

ইতিহাস কি বিজ্ঞান নাকি শিল্প?

আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি যে 'ইতিহাস শব্দটি গ্রীক শব্দ 'ইস্টোরিয়া' থেকে এসেছে যার অর্থ অনুসন্ধান, গবেষণা বা অন্বেষণ। প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসবিদ থুসিডাইডস এখনও বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনক হিসাবে স্বীকৃত এবং সম্মানিত, যেহেতু তিনি আশা উপলক্ষ্মি করেছিলেন। তার পূর্বসূরি হেরোডোটাস অতীতের মানুষের ক্রিয়াকলাপের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের জন্য থুসিডাইডসের প্রভাব ছিল হিপোক্রেটিক মেডিসিনের প্রভাব।" যাইহোক, মানবতাবাদ, বৈজ্ঞানিক মেজাজ নয়, গ্রিকো-রোমান ইতিহাস রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।

এমনকি গ্রিকো-রোমান ইতিহাসবিদদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকিনিকি আলোও মধ্যঘূর্ণীয় খ্রিস্টান ইতিহাসগ্রন্থে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। রেনেসাঁর সময় ইতিহাসের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পুনরুজ্জীবনের পাশাপাশি সঠিক বৃত্তি আবারও গুরুত্ব পেয়েছে।

ইতিহাসবিদ্যায় বিজ্ঞানের প্রভাব

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইতিহাস রচনায় বিজ্ঞানের প্রভাব ছিল অগণিত।

বিজ্ঞান যখন মানুষের বিশ্বের জ্ঞানে এতটা অপ্রতিরোধ্য অবদান রেখেছিল তখন এটি মানুষের অতীতের জ্ঞানকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। বিজ্ঞান যে পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকৃতির জগৎ অধ্যয়ন করেছিল তা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে মানব বিষয়ক অধ্যয়নের জন্য পদ্ধতিগতভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল নিউটনিয়ান ঐতিহ্য, হার্বার্ট স্পেল্লারের সোশ্যাল স্ট্যাটিস্ট (1851) এবং ডারউইনীয় বিবর্তন, যা ইতিহাসকে বিজ্ঞানে নিয়ে এসেছিল, প্রয়োগের অনুশীলনকে শক্তিশালী করেছিল। ঐতিহাসিক লেখার জন্য বিজ্ঞানের নীতি। "বিজ্ঞানের বিবর্তন নিশ্চিত করেছে এবং ইতিহাসে অগ্রগতির প্রশংসা করেছে" (EH Carr) বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে মুঢ়া JBBury বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ঘোষণা করেছিলেন যে ইতিহাস "একটি বিজ্ঞান, আর নয় এবং কম নয়" (1903)। তখন থেকেই বুরির ডিস্টাম ব্যাপক মুদ্রা অর্জন করেছিল "ইতিহাস একটি বিজ্ঞান ছিল এবং সাহিত্যের সাথে কিছুই করার ছিল না" জন সিলি জোর দিয়েছিলেন।

ইতিহাস একটি বিজ্ঞান

- কোন দিক দিয়ে ইতিহাসকে বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে?
 - প্রথমত, সত্যের পরে অনুসন্ধান হিসাবে ইতিহাস একটি বিজ্ঞান। এটা এক ধরনের অনুসন্ধান বা গবেষণা। এটা না ইতিমধ্যে যা জানা আছে তা সংগ্রহ করা এবং একটি প্যাটার্নে সাজানো।
 - দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানের মতো ইতিহাসও আমাদের নিজস্ব অজ্ঞতার জ্ঞান থেকে শুরু হয় এবং জানা থেকে অজ্ঞানার দিকে, অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের দিকে এগিয়ে যায়। অনির্দিষ্ট থেকে নির্দিষ্ট।
 - তৃতীয়ত, ইতিহাস জিনিস খুঁজে বের করতে চায়। এটি ঐতিহাসিকদের জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে
 - চতুর্থত, ইতিহাস একটি বিজ্ঞান কারণ এটি প্রমাণ এবং যুক্তির উপর নির্ভর করে। সংগৃহীত তথ্য হল বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ, শ্রেণীবদ্ধ এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
 - পঞ্চমত, ইতিহাস অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে। এটি তদন্তের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে যেমন পর্যবেক্ষণ, শ্রেণীবিভাগ, অনুমান গঠন এবং প্রমাণ বিশ্লেষণ
- ষষ্ঠত**, বিজ্ঞানীর মতো একজন ঐতিহাসিকও তার বিষয়বস্তুর কাছে বিজ্ঞানের চেতনায় যান। উভয়ই সঠিক জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী। সূক্ষ্মভাবে, ইতিহাস সত্য বলতে চায়, সম্পূর্ণ সত্য এবং সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। ইতিহাস যতটুকু যুক্তিবাদী পন্থা অবলম্বন করে সত্য বলার চেষ্টা করে, তা একটি বিজ্ঞান।

ইতিহাস একটি শিল্প

- ইতিহাস একটি বিজ্ঞান নাকি একটি শিল্প এই প্রশ্নটি ইউরোপীয়দের মধ্যে উত্পন্ন বিতর্ক ছিল কাউন্টিগুলো, বিশেষ করে জার্মানিতে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ইতিহাস একটি বিজ্ঞান বলে মতবাদের পক্ষে সর্বসম্মত ছিল।
- কিন্তু এই বিতর্কের জবাব দিয়েছেন বিশিষ্ট ইতালীয় ইতিহাসবিদ [বেনেদেত্তো ক্রোস](#)। ইতিহাসের তত্ত্বের উপর তার প্রথম প্রবন্ধ, 27 বছর বয়সে লেখা [ইতিহাস শিরোনাম](#) ছিল শিল্প ধারণার অধীনে, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে ইতিহাস একটি শিল্প।

[ক্রোস](#) এবং কলিংড এর বিপরীতে প্রমাণ প্রদান করে। অতীতের বর্ণনামূলক বিবরণ হিসাবে, ইতিহাস একটি শিল্প। বর্ণনাকারী হিসেবে ইতিহাসবিদ অতীতকে একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। তিনি একজন পাকা শিল্পীর মতো তার কাজে তার ব্যক্তিগত প্রকাশ করেন। ইতিহাসে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অসম্ভব কারণ ইতিহাসের লেখক একজন কথক এবং তাই একজন শিল্পী। তদুপরি, একজন ইতিহাসবিদ শিল্পী যখন তার ফলাফলগুলি প্রকাশ করেন তখন একজন বিজ্ঞানীর থেকে আলাদা হন। বিজ্ঞানী কেবল রিপোর্ট করেন যেখানে ইতিহাসবিদ মানুষের অভিজ্ঞতা জানান। ইতিহাসে ঐতিহাসিকের নৈতিক মান এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সততা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন শিল্পীর মতো, ইতিহাসবিদদেরও রেকর্ডের ভিত্তিতে অতীতকে পুনর্গঠনের কল্পনাপ্রসূত সহানুভূতির ক্ষমতা থাকতে হবে। ঐতিহাসিক তার আখ্যানটি যে পদ্ধতি এবং শৈলীতে দিয়েছেন তা গুরুত্বপূর্ণ।

গিবন, কার্লাইল, ম্যাকোলে, ট্রেভেলিয়ান এবং অন্যান্যদের মত [ইতিহাসবিদরা](#) তাদের কাজের শৈলিক গুণাবলী দ্বারা নিজেদের আলাদা করেছেন। শিল্পের কাজের মতোই এর সম্পূর্ণতা এবং সাদৃশ্য এবং সত্য তার অংশগুলির একটি কংক্রিট এবং প্রাণবন্ত উপলক্ষ থেকে অবিচ্ছেদ্য। ইতিহাস সুস্থ অনুভূতি এবং আবেগ প্রদর্শন করে।

কেন শিল্প?

□ প্রথমত, এটি অবশ্যই স্ফটিক পরিষ্কার হতে হবে। ভাষা একটি অপর্যাপ্ত যন্ত্র হওয়ায় দ্ব্যুর্থহীনভাবে ইতিহাস লিখতে অসীম যন্ত্র নিতে হয়।

□ দ্বিতীয়ত, এটা অবশ্যই সঠিক হতে হবে। শুদ্ধতা মানে স্বচ্ছতা।

□ তৃতীয়ত, এটি অবশ্যই পরিপাটি হতে হবে। ধারণাগুলির ক্রম এবং তারা যেভাবে সংযুক্ত রয়েছে তার দিকে প্রায় মনোযোগ দেওয়া উচিত।

□ চতুর্থত, এটির বিস্তারিত প্রচুর পরিমাণ এড়ানো উচিত। ইভেন্টগুলি নিজেদের জন্য কথা বলার অনুমতি দেওয়া উচিত।

□ পঞ্চমত, এটা অবশ্যই বিপ্লব হতে হবে। কোনটি নির্বাচন করতে হবে এবং কোনটি বাদ দিতে হবে তা ঐতিহাসিকের জানা উচিত।

ষষ্ঠত, এটি অবশ্যই নাল্ডনিক হতে হবে। শিল্প হল একটি নাল্ডনিক আবেগের যোগাযোগ। এটি দ্বারা উপভোগ করা সম্ভিতির অনুভূতি জানাচ্ছে
ইতিহাসবিদ স্বয়ং মানবজাতির স্মৃতিকে জাগ্রত রাখাই তাঁর প্রতিশ্রুত উদ্দেশ্য

□ ইতিহাস হল বিজ্ঞান এবং শিল্পের মধ্যকার অর্ধেক পথ ইতিহাস হল একটি বিজ্ঞান কারণ এটি সত্যকে অনুসন্ধান করে; এটা পরিচিত থেকে এগিয়ে

অজানা, এটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে, এটি যুক্তির উপর নির্ভর করে: n বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে। এবং এটি বিজ্ঞানের চেতনায় বিষয়টির কাছে আসে ইতিহাস একটি শিল্প এই অর্থে যে এটি একটি বর্ণনামূলক বিবরণ; এটি অতীতকে পুর্ণগঠনের জন্য কল্পনা ব্যবহার করে, এটি তার শৈলী এবং উপস্থাপনের পদ্ধতি দ্বারা নিজেকে আলাদা করে; এটি সম্পূর্ণতা এবং সাদৃশ্য লক্ষ্য করে। এটি সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং আবেগ প্রদর্শন করে এবং এটি মানবিক মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত।

□ তাই ইতিহাস একটি বিজ্ঞানের সাথে সাথে একটি শিল্পও। এটি বিজ্ঞান এবং শিল্প উভয়েরই একটি সুষম মিশ্রণ। ইতিহাস যখন সত্যকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে তখন তা একটি বিজ্ঞান এবং যখন এটি সত্যকে বর্ণনা করে তখন এটি একটি শিল্প পরিণত হয়। ইতিহাস বৈজ্ঞানিক এবং শৈল্পিক। সর্বোত্তমভাবে এটি বিজ্ঞান এবং শিল্পের মধ্যে একটি অর্ধেক পথ।

ইতিহাস এবং এর সহযোগী বিষয়

□ ইতিহাস চরিত্রে সংমিশ্রিত এবং এর পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত। এটি কেন্দ্রীয় এবং প্রধান সামাজিক বিজ্ঞান। এটি প্রকৃতপক্ষে সমস্ত সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানবিকতার জন্য একটি খাবারের জায়গা। যেমন HCDarby উল্লেখ করেছেন যে ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের জন্য মৌলিক যেমন গণিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জন্য। যেহেতু ইতিহাস মানব জীবনের বিভিন্ন দিকগুলির অধ্যয়ন এবং সমস্ত সামাজিক বিজ্ঞান ইতিহাসের উপর নির্ভর করে এবং এর উপর নির্ভর করে। GMTrevelyan যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে ইতিহাস এমন একটি ঘর যেখানে সমস্ত বিষয় বাস করে। এবং তবুও ইতিহাস এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়গুলির মধ্যে সম্পর্ক বরং ঘনিষ্ঠ এবং ঘনিষ্ঠ; পারস্পরিক প্রেমীদের মধ্যে যতটা ঘনিষ্ঠ!

ইতিহাস এবং অর্থনীতি

মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকালের সাথে ঐতিহাসিক উন্নয়নের ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে।

ইতিহাস যুগে যুগে মানুষের অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা নিয়েও কাজ করে। মানুষের অর্থনৈতিক ব্যস্ততা, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশ এবং সমাজের কাজের উপর প্রভাব ফেলে এমন অর্থনৈতিক তত্ত্ব গঠনের জন্য ইতিহাস বোৰ্ড একটি পূর্বশর্ত। তাই, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় নথিপত্র এবং শিলালিপিতে পাওয়া অর্থনৈতিক বিষয়ে ঐতিহাসিক উৎসের উপকরণ অতীতের অর্থনীতির পঞ্চিতদের জন্য দারুণ সহায়ক হতে পারে। একইভাবে, বর্তমান ইতিহাসবিদরা ত্রিশের দশকের অর্থনৈতিক সংকট এবং সারা বিশ্বে যুদ্ধ-পরবর্তী অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অবহেলা করতে পারেন না।

কার্ল মার্কস অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে ইতিহাসের এক্য খুঁজে পেয়েছেন। অন্যান্য রাজনৈতিক, সামাজিক, শৈল্পিক এবং ধর্মীয় কারণগুলির নিজস্ব কোন ধারাবাহিকতা নেই তবে মৌলিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন।

মার্কস ইতিহাসের সমস্ত উন্নয়নকে অর্থনৈতিক কনফিগারেশনের ফলাফল হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন।

সালিগম্যান এই দৃষ্টিভঙ্গি উত্থাপন করেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক কারণগুলি সামাজিক রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক ঘটনার অন্যতম ব্যাখ্যা। ইতিহাস সব অর্থনীতি নয়। সমস্ত অর্থনৈতিকভাবে উন্নত ধনী সমাজ একই রকম নয়, বা তারা একইভাবে আচরণ করে না অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা এই ঘটনার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-দার্শনিক কারণগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা নির্ধারণে অর্থনৈতিক শক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ।

□ অর্থনীতি এবং ইতিহাসের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অর্থনৈতিক নীতি সাহায্য করে

কোন দল ক্ষমতায় থাকবে এবং কোন দলগুলো অনুগ্রহের বাইরে পড়বে তা নির্ধারণ করুন। 1932 সালে, হার্বার্ট হভারের ব্যর্থ অর্থনৈতিক নীতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের নির্বাচন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামাজিক নিরাপত্তার মতো সামাজিক কর্মসূচির সূচনা করে। গ্রেট ডিপ্রেশন হিটলারের উত্থান এবং জার্মানিকে আবার মহান করার জন্য তার প্রচেষ্টার দিকে পরিচালিত করে। **ছোট** পরিসরে, 1908 সালে হেনরি ফোর্ডের তার কর্মীদের উচ্চ মজুরি দেওয়ার অভ্যাসের ফলে মডেল টি শতাব্দীর প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে

সর্বব্যাপী গাড়িতে পরিণত হয়। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অবকাঠামোর পাশাপাশি ভ্রমণকারীদের জন্য হোটেল এবং ডিনারের মতো অন্যান্য শিল্পের উন্নতি ঘটায়। 1920- এর দশকে যত বেশি লোক নিষ্পত্তিযোগ্য আয় অর্জন করেছিল, দর্শকদের খেলা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, এবং বেসবল এবং কলেজ ফুটবল এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রিয় ইভেন্ট। □ বিশ্ব অঞ্চলে করার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অর্থনীতিও একটি ফ্যাক্টর ছিল। ইউরোপীয়রা ছিল

এশিয়ান মশলা জন্য মরিয়া; তারা 1453 সালের পর মুসলিম অধ্যুষিত ভূমিতে ভ্রমণের ঝুঁকি নিতে চায়নি এবং ভিনিস্বাসী মধ্যস্বত্ত্বাগীদের বাজার থেকে বের করে দিতে চেয়েছিল। এই কারণে, কলম্বাস এশিয়ায় পৌঁছানোর আশায় আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে পশ্চিমে যাত্রা করেছিলেন। যদিও তিনি শুধুমাত্র হিস্পানিওলা পর্যন্ত পৌঁছেছেন, তার নতুন বিশ্বের আবিষ্কার এখনও ইতিহাস এবং অর্থনীতির সবচেয়ে বড় ঘটনাগুলির মধ্যে একটি।

- অর্থনীতি এবং ইতিহাসের মধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী সংযোগ রয়েছে। বেশিরভাগ বড় ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির একটি অর্থনৈতিক ভিত্তি রয়েছে।
- 1890 এর দশক থেকে সংঘটিত প্রধান যুদ্ধের দিকে তাকালে, যুদ্ধের শুরুতে অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1890-এর দশকে বিশ্বশক্তি হতে চেয়েছিল। আমরা এমন একটি যুদ্ধ খুঁজছিলাম যা আমাদের উপনিবেশ অর্জনের দিকে নিয়ে যাবে। কলোনি থাকার মাধ্যমে আমরা অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হতে পারতাম। আমাদের ব্যবসা উপকৃত হবে। এইভাবে, আমরা 1898 সালে স্পেনের সাথে যুদ্ধ গিয়েছিলাম।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি আরও জমি চেয়েছিল। আমরা কেন উপনিবেশ চেয়েছিলাম তার অনুরূপ কারণে তারা উপনিবেশ চেয়েছিল। তারা জানত যে একটি যুদ্ধ জয় তাদের ব্যবসা এবং অর্থনীতির জন্য ভাল হবে।
- এমন কিছু প্রমাণ রয়েছে যা পরামর্শ দেয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল যাতে আমাদের ব্যবসাগুলি উপকৃত হতে পারে। কেন আমরা যুদ্ধ যোগ দিয়েছিলাম তা ব্যাখ্যা করার পর Nye কমিটি এই সিদ্ধান্তে এসেছে।
- ব্যবসায়ী নেতারা এমন আইনের বিরোধিতা করেছেন যা ইউনিয়ন গঠনের অনুমতি দেয়। ব্যবসায়ী নেতারা বিশ্বাস করেন যে ইউনিয়নগুলি আরও অর্থ এবং সুবিধা চাইবে। এতে কোম্পানি অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে তারা মনে করেন। এইভাবে, ব্যবসায়িক নেতারা এমন আইনগুলিকে সমর্থন করেছেন যা সমষ্টিগত দর কমাকষি করিয়ে দেয়, ইউনিয়নের অস্তিত্ব বা গঠন করা কঠিন করে তোলে এবং এর জন্য জনগণ বা ব্যবসাকে প্রকাশ করা প্রয়োজন যে একজন ব্যক্তি বা ব্যবসা কার কাছে রাজনৈতিক অবদান রাখছে।
- দাসপ্রথা ছিল অর্থনৈতিক কারণের উপর ভিত্তি করে। দক্ষিণের লোকেরা বিশ্বাস করত যে দাসপ্রথার অবসান হলে তারা অর্থ হারাবে এবং তাদের খামারগুলিতে শ্রমিকদের অর্থ প্রদান করতে হবে। দক্ষিণের লোকেরা যুক্তি দিয়েছিল যে দাসত্বের অবসান দক্ষিণের জন্য অর্থনৈতিকভাবে একটি বিপর্যয় হবে। অর্থনীতি সবসময় ইতিহাসের সাথে আবদ্ধ। এমনকি ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ ক্ষেত্র রয়েছে যা অর্থনীতির লেন্সের মাধ্যমে অতীতকে অধ্যয়ন করে।

ইতিহাসের চক্রীয় তত্ত্ব

- ইতিহাসের চক্রীয় তত্ত্বটি অসওয়াল্ড স্পেংলার দ্বারা বিকশিত হয়েছিল (এর পতন ওয়েস্ট, 1918), আর্নল্ড টাইনবি (ইতিহাসের একটি গবেষণা, 1956)
- তারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে সমাজ এবং সভ্যতাগুলি উত্থান, পতন এবং পতনের চক্র অনুসারে পরিবর্তিত হয় ঠিক যেমন ব্যক্তিরা জন্মগ্রহণ করে, পরিণত হয় এবং বৃদ্ধি হয় এবং মারা যায়।
- জার্মান চিন্তাবিদ স্পেংলারের মতে প্রতিটি সমাজের একটি পূর্বনির্ধারিত আছে জীবন চক্র জন্ম, বৃদ্ধি, পরিপন্থতা এবং পতন।

অসওয়াল্ড স্পেংলারের তত্ত্ব

জার্মান দার্শনিক, জন্ম 29 মে, 1880, ল্যাক্সেনবার্গ। ৮ মে, 1936, মিউনিখ মারা

যান ১. "পশ্চিমের পতন: বিশ্ব

ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি"

(1918-1922)

২. মানুষ এবং কৌশল (1931)

মূল বিষয়বস্তু:- সভ্যতাগুলি একটি খতু চক্রের মধ্য দিয়ে যায়

হাজার বছর এবং জৈবিক প্রজাতির অনুরূপ বৃদ্ধি এবং ক্ষয় সাপেক্ষে ।

চক্রীয় তত্ত্ব



ইতিহাসের মার্কসবাদী দর্শন

- কার্ল মার্কস
- বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা।
- কাজ- জার্মান মতাদর্শ (1846), দারিদ্র্যের দর্শন (1847), কমিউনিস্ট ইশতেহার (1848), দাস ক্যাপিটাল।
- ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।
এটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে, সামাজিক বিকাশের নিয়ম বর্ণনা করে।
- 5 টি ভিন্ন সমাজ - আদিম কমিউনিস্ট সমাজ>দাস সমাজ>সামন্ত
সমাজ>পুঁজিবাদী সমাজ>সমাজতান্ত্রিক সমাজ।
- অর্থনৈতিক শোষণ, শ্রেণী সংগ্রাম
মার্কসবাদী ইতিহাস রচনা।

গ্রীক ইতিহাস রচনা

- প্রাচীন গ্রীস ছিল হিস্টোরিওগ্রাফির দোলন।
- প্রাচীনতম গ্রীক ইতিহাসবিদরা ছিলেন কোরোনিকলার।
- গ্রিকরা তাদের লোগোগ্রাফোই (গদ্য লেখক) বলে ডাকত।
- আধ্যান ইতিহাস হল ইতিহাসের প্রাচীনতম প্রজাতি।
- হেরোডোটাস (c.484-430 BC)- রচিত - 'ইতিহাস'
থিম- গ্রেসিও-পার্সিয়ান দ্বন্দ্ব।
 - উৎস?, এবং সমালোচনা।,,,,, সিসেরো তাকে 'ইতিহাসের জনক' বলে ডাকতেন।
 - থুসিডাইডস (সি. 460-396 খ্রিস্টপূর্ব),,,, লিখেছেন- 'পেলোপোনেশিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস'
 - ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা।

রোমান ইতিহাস রচনা

- গ্রীক প্রভাব
- ক্যাটো,,,,, উৎপত্তি
- সিসেরো, জুলিয়াস সিজার, কঁোকড়া
- লিভি- রোমের ইতিহাস, শহরের ফাউন্ডেশন থেকে।
- ট্যাসিটাস,,,- বক্তাদের উপর সংলাপ, এগ্রিকোলা
- প্লুটার্ক- সমান্তরাল জীবন, নৈতিকতা
- মানবতাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, দেশাত্মবোধক লেখা।

চার্চের ইতিহাস রচনা

- মানবতাবাদী থেকে ধর্মতাত্ত্বিক।
- ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসাবে ইতিহাস।
- সিজারিয়া ইতিহাসের ইউসেবিয়াস প্যামফিলি,,, একলেসিটিক্যাল ইতিহাস।,,, গির্জার পিতা
- সেন্ট অগাস্টিন (354-430AD)- মাত্রিক প্রতিভা,,, ঈশ্বরের শহর।
- ইতিহাসের দর্শন।

রেনেসাঁ এবং এর প্রভাব হিস্টোরিওগ্রাফি

- লা রেনাসিটা বা পুনর্জন্ম।
- শাস্ত্রীয় সংস্কৃতির পুনর্জন্ম।
- মানবতাবাদী।
- জিওভানি ভিলানি,,, রেনেসাঁ ইতিহাসের পথিকৃৎ,,, ক্রোনিচে
ফিওরেন্টাইন,,, ফ্লোরেন্টাইনের ইতিহাস।
- লিওনার্ড ক্রনী,,, প্রথম আধুনিক ইতিহাসবিদ,,, ফ্লোরেন্সের ইতিহাস
- নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি,,, দ্য প্রিল (1513), ডিসকোর্স অন লিভি, হিস্ট্রি অফ
ফ্লোরেন্স, যুদ্ধের শিল্প।
- ঐতিহাসিক লেখার পুনরুদ্ধার। □ সংস্কারের
ইতিহাস,,, চার্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ,,, ডেসিডেরিয়াস
ইরাসমাস,,, মুখ্যতার প্রশংসা,,, ব্যঙ্গ।

ଓপনিবেশিক নির্মাণ

- খ্রিস্টান মিশনারিদের ভূমিকা
- ভারতীয় ভাষা ও ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন।
- জেমস মিল এবং তার ঐতিহাসিক পাঠ্য
- হিন্দু-মুসলিম বিভাজন।

19 শতকে ইতিহাস রচনা | □ বিংশ শতাব্দীতে
ইতিহাস রচনা।

ভারতবিদ্যা এবং ভারতীয় পুনরুদ্ধার ইতিহাস

- প্রাচীন ভারতে ঐতিহাসিক সাহিত্যের অভাব।
- প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচ্যবাদী বা ইন্ডোলজিক্যাল পুনরুদ্ধার।
- উইলিয়াম জোন্স, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল (1784)
- জেমস প্রিন্স
- আলেকজান্ডার কানিংহাম।

ড্রিউ জোন্স (1746-1794)

ওরিয়েন্টাল রিসার্চ পলিশ্ট

বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটি
এশিয়াটিক রিসার্চ জার্নাল

Translation- Abhigyanam

সংকুলম, গীতা গোবিন্দম

মনু স্মৃতি- 'দ্য ইনসিটিউট' অফ হিন্দু

আইন

স্বর্ণযুগের ধারণা

চার্লস উইলকিনস - এর অনুবাদ

ভাগবত গীতা 1785,

হিতোপদেশ 1787

টি কোলক্ষুক (1765-1837)

ইন্ডোলজিস্টরা

প্রাচ্য গবেষণা

গ্রেট ব্রিটেনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি 1823

সংস্কৃতবিদ

লেখা- হিন্দু আইনের একটি ডাইজেস্ট, একটি

সংস্কৃত ব্যাকরণ, বেদের উপর প্রবন্ধ, হিন্দুদের

পবিত্র লেখা

অনুমান- সতীদাহ প্রথা ছিল প্রামাণিক ঐতিহ্য থেকে
সম্পূর্ণ বিচ্ছুতি।

ম্যাক্স মুলার (1823-1900)

□ 'সাধারণ উৎস' ভাষার তত্ত্ব

□ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 1859

□ সিরিজ সেক্রেড বুকস অফ দ্য ইস্ট 1879-1904

□ সংস্কৃত নাম- মোক্ষমূলা ভট্ট

জে প্রিন্সেপ- ব্রাহ্মী এপিগ্রাফস

ভারতীয় পুরাকীর্তি 1858

আদিবাসী কল্পনা

- গৌরবময় অতীত কল্পনা করে।
- জাতীয়তাবাদী চেতনার পুনরুজ্জীবন
- হিন্দু ও ইসলামের ইতিহাস রচনা।
- ওপনিবেশিক মানসিকতার প্রতি চ্যালেঞ্জ।
- জাতীয় ইতিহাস
- জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া।
- অতীতকে বর্তমান বোঝার চাবিকাঠি হিসেবে।
- আঞ্চলিক ইতিহাস।
- অর্থনৈতিক ইতিহাস।
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস।
- জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ- আরসি দত্ত, আরসি মজুমদার, বিজে তিলক, আরজি ভাণ্ডারকর, এইচসি রায়চৌধুরী, যদুনাথ সরকার।
- কিছু কাজ- আরসি দত্ত- প্রারম্ভিক ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস, আর কে মুখার্জি- ভারতীয় শিপিং অ্যান্ড মেরিটাইম অ্যাস্ট্রিভিটির ইতিহাস, কেপি জয়সাওয়াল- ইন্ডিয়ান পলিটি, ভিডি সাভারকার- ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ, এস বি চৌধুরী- নাগরিক বিদ্রোহ। ভারতীয় বিদ্রোহ, তারাচাঁদ- ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব।

গুরুত্বপূর্ণ বই

□ ইতিহাস রচনা

ইংরেজি বইগুলো

□ 1. ইতিহাস কি- EH Carr

□ 2. ইতিহাসের ধারণা- আরজি কলিংউড

□ 3. ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক- ই. শ্রীধরন



Infinite patience, infinite purity, and infinite perseverance are the secret of success in a good cause.

SWAMI VIVEKANANDA